সংগঠন
Organization

ইউনিট
১৫

ভূমিকা

উৎপাদনের মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে সংগঠন। কোন উৎপাদন কাজ করতে যে সকল উপাদান যেমন- ভূমি, শ্রম, মূলধন, কোনটি কতটুকু প্রয়োজন তা সংগ্রহ ও সমন্বয় করে উৎপাদন পরিকল্পনা ও বিপনণের ব্যবস্থা করে থাকে সংগঠন। এই অধ্যায়ে আমরা সংগঠন সর্ম্পকে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৫.১: সংগঠনের ধারণা

পাঠ ১৫.২: ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রকারভেদ

পাঠ ১৫.১ সংগঠনের ধারণা
Concept of Organization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সংগঠনের ধারণা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উদ্যোক্তার কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সংগঠনের ধারণা (Concept of Organization)

কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপকরণ ভূমি, শ্রম, মূলধনের আনুপাতিক সংগ্রহ, সংযোজন ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উৎপাদন পরিচালনা ও বিপণনের ব্যবস্থা করে থাকে সংগঠন। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি উৎপাদনের অন্যান্য মৌলিক উপাদানগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে। বিভিন্ন মনীষী সংগঠন সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তার কয়েকটি নিম্নে দেয়া হল:

অধ্যাপক হানির মতে, "কোন সাধারণ উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যাবলী সাধনের জন্য বিশেষায়িত উপাদানের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনকে সংগঠন বলে।"

অধ্যাপক সিলওয়ার্ড বলেন," কর্ম ও কর্মীর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্কই হল সংগঠন।"

অর্থনীতিবিদ টেরি ও ফ্রাঙ্কলিন বলেন," সংগঠন হল কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কার্যকর আচরণগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, যাতে তারা দক্ষতার সাথে কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সন্তুষ্টি সহকারে একত্রে কাজ করতে পারে।"

উপরের আলোচনা থেকে সংগঠনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়:

i) সংগঠনের মাধ্যমে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলোর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়।

ii) সংগঠন উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান।

iii) উৎপাদন ও বিপণনের সহায়ক কার্যাবলী সংগঠনের অন্তর্গত

সংগঠনের বৈশিষ্ট্য (Features of Organization)

i) সংগঠন উৎপাদনের একটি অন্যতম উপকরণ।

ii) উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ ও তাদের মধ্যে সুষ্ঠ সমন্বয় সাধন হয় সংগঠনের মাধ্যমে।

iii) সংগঠন একটি বিমূর্ত ধারণা।

iv) সংগঠনের মাধ্যমে পরিকল্পনা, উৎপাদন পরিচালনা ও বিপণন কার্য সম্পাদিত হয়।

v) মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা পূরণে সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সংগঠক বা উদ্যোক্তা (Entrepreneur)

সংগঠন পরিচালনা করেন যিনি, তিনিই উদ্যোক্তা বা সংগঠক। উদ্যোক্তাই উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলোকে একত্রিত করে তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে সমন্বয় সাধন করে। একজন সফল উদ্যোক্তাই উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে সমন্বয় সাধন করে স্বল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে অধিক পরিমান উৎপাদন করার পদ্ধতি গ্রহণ করেন। বর্তমান সময়ে উদ্যোক্তা বলতে ঐ রকম শিল্প প্রতিভাকে বোঝায় যারা শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। উদ্যোক্তা

মুনাফার নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে শিল্পের অগ্রগতি সাধন করে। তবে অনেক সময় তাকে ক্ষতির ঝুঁকিও বহন করতে হয়। অধ্যাপক মার্শাল সংগঠককে "শিল্পের চালক" বলে অভিহিত করেছেন। আবার অর্থনীতিবিদ হারভি লাইবেন স্টাইন বলেন-"অর্থনৈতিক সম্ভাবনার অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন, অর্থনৈতিক সম্পদের সমাবেশ, ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি বহন, নতুন তথ্যাদির অনুসন্ধান এবং প্রাপ্ত দ্রব্যের নতুন বাজার, কলাকৌশল ও দ্রব্যে রুপান্তর এবং কর্মী শ্রেণীকে নেতৃত্ব প্রদান করাই হলো উদ্যোক্তার কাজ।"

উদ্যোক্তার কার্যাবলী/সংগঠকের কার্যাবলী (Functions of Entrepreneur)

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে, জটিল উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা বা সংগঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত সকল প্রকার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তাকে তদারকি করতে হয়। নিম্নে উদ্যোক্তার কার্যাবলী আলোচনা করা হল:

১। **লক্ষ্য নির্ধারণ:** উদ্যোক্তার প্রথম কাজ হল লক্ষ্য নির্ধারণ করা। সে মূলত কী করতে চায়, কীভাবে তা অর্জন করা সম্ভব হবে, এরূপ সিদ্ধান্ত উদ্যোক্তাকে প্রথমেই গ্রহণ করতে হয়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই যাবতীয় কার্যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

২। **পরিকল্পনা প্রণয়ন:** উদ্যোক্তাকে লক্ষ্য নির্ধারণের পর বিভিন্ন উপাদানকে একত্রিত করে উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর উদ্যোক্তার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। যেমন- কোন দ্রব্য, কোথায়, কীভাবে উৎপাদন হবে, সকল প্রকার শ্রমিক, বিশেষখাত ও নিপুন কারিগর সংগ্রহ করা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল সংগ্রহ ইত্যাদি সকল ব্যাপারে সংগঠককে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

৩। **উপাদান সমূহের সমন্বয় সাধন:** উদ্যোক্তার একটি অন্যতম প্রধান কাজ হল উৎপাদনের উপাদান সমূহ যেমন-ভূমি, শ্রম, মূলধনের মাঝে সমন্বয় সাধন করা। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় এমনভাবে করতে হয় যাতে ব্যয়ের দিক থেকে ন্যূনতম হয় এবং মুনাফা সর্বাধিক হয়।

৪। **মূলধন সংগ্রহ:** উৎপাদন কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য উদ্যোক্তাকে মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। বিভিন্ন ব্যক্তিগত তহবিল এবং স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উৎস থেকে উদ্যোক্তা মূলধন সংগ্রহ করে থাকে।

৫। **মুনাফা অর্জন:** উদ্যোক্তার কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। উৎপাদন কাজ পরিচালনা এবং উৎপাদনের ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হিসেবে উদ্যোক্তা মুনাফা অর্জন করে।

৬। **ঝুঁকি বহন:** উদ্যোক্তার সর্বপ্রধান কাজ হল ব্যবসায়ের আর্থিক ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ভার বহন করা। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে এ ধরনের ঝুঁকি বহন করতে হয় না। উদ্যোক্তার পর্যবেক্ষণ সঠিক হলে, যে মুনাফা করবে আর ভুল হলে সে লোকসান করবে।

৭। **দূরদর্শী ও উদ্ভোবনী শক্তি সম্পন্ন:** উদ্যোক্তাকে দূরদর্শী হতে হয় অর্থাৎ যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে জানতে হবে। কেননা তার দূরদর্শীতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮। **নতুন বাজার অনুসন্ধান:** উদ্যোক্তাকে তার উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী হতে হয়। বাজার সম্প্রসারিত হলে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কাজেই বাজার সম্প্রসারণ উদ্যোক্তার দক্ষতার ওপর নির্ভর করে।

৯। **বাজারজাতকরণ:** কেবল উৎপাদনই নয়, বরং উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ করা উদ্যোক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উদ্যোক্তাকে ভোক্তার চাহিদা, রুচি, পছন্দ, দ্রব্যেরমান ইত্যাদি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করতে হয়।

১০। **উপাদানের আয় বন্টণ:** উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের উপাদান গুলোর মধ্যে আয় বন্টণ করতে হয়। এ আয় উপাদান সমূহের মধ্যে প্রত্যেকের পারিশ্রমিক হিসেবে বন্টণ করা হয়। যেমন-ভূমির উপর খাজনা, মূলধনের সুদ, শ্রমিকের মজুরি দেওয়া হয়। আর এরপর যা অবশিষ্ট থাকে তা উদ্যোক্তার মুনাফা।

১১। **বিপণন ও প্রচার:** উদ্যোক্তার লক্ষ্য থাকে তার উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য বাজার সৃষ্টি করা। আর তাই উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং ক্রেতাকে দ্রব্যের প্রতি আগ্রহী করার জন্য তাকে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করতে হয় ।

১২। **উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান:** উদ্যোক্তার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা। উদ্যোক্তার দক্ষ পরিচালনার উপর শ্রমিক ও কর্মচারীদের কাজের পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। শ্রম, মূলধন, কাঁচামাল প্রভৃতির যাতে অপচয় না হয় সেদিকে উদ্যোক্তা দৃষ্টি রাখেন। শ্রমিকরা যাতে কাজে ফাঁকি না দিতে পারে সেদিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

সুতরাং আধুনিক যুগের বৃহদাকার উৎপাদন প্রণালীতে উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গতিময় এবং আত্মনির্ভরশীল সমাজে বর্ধিষ্ণু চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদনে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। আর সে বিশেষজ্ঞই একজন উদ্যোক্তা বা সংগঠক।

শিক্ষার্থীর কাজ

সংগঠন বলতে কি বোঝায়? একজন সফল সংগঠক বা উদ্যোক্তার গুনাবলী আলোচনা কর?

সারসংক্ষেপ

- কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপকরণ ভূমি, শ্রম, মূলধনের আনুপাতিক সংগ্রহ, সংযোজন ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উৎপাদন পরিচালনা ও বিপণনের ব্যবস্থা করে থাকে সংগঠন।
- সংগঠনের বৈশিষ্ট্য
  ১) সংগঠন উৎপাদনের একটি অন্যতম উপকরণ।
  ২) সংগঠনের মাধ্যমে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।
  ৩) মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা পূরণে সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
- একজন সফল উদ্যোক্তাই উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে সমন্বয় সাধন করে স্বল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করার পরিচালন পদ্ধতি গ্রহণ করেন।
- উদ্যোক্তার গুনাবলী
  ১) লক্ষ্য নির্ধারণ ২) পরিকল্পনা প্রণয়নঃ ৩) ঝুঁকি বহন ৪) দূরদর্শী ও উদ্ভোবনী শক্তি সম্পন্ন
  ৫) নতুন বাজার অনুসন্ধান ৬) বিপণন ও প্রচার ৭) উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ভূমি, শম ও মূলধন সমন্বয় সাধনের কাজকে কি বলে?
(ক)সংগঠক (খ) সংগঠন (গ) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (ঘ) সমন্বয় সাধন

২। উদ্যোক্তার ভূমিকা
i. মূলধন সংগ্রহ
ii. সুদক্ষ পরিচালনা
iii. দূরদর্শী ও উদ্ভোবনী শক্তি সম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩) কে উদ্দ্যোক্তাকে শিল্পের চালক বলেছেন?
(ক) অধ্যাপক মার্শাল (খ) অধ্যাপক হেনরি (গ) অধ্যাপক সোহেল (ঘ) অধ্যাপক পিগু

পাঠ ১৫.২ ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রকারভেদ
Classification of Business Organization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এক মালিকানা,অংশীদারি ও যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রকারভেদ (Classification of Business Organization)

বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্যগত মিল থাকলেও প্রকৃতি, আয়তন ও কার্যক্ষেত্রে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংগঠনের প্রকারভেদ দেখানো হল-

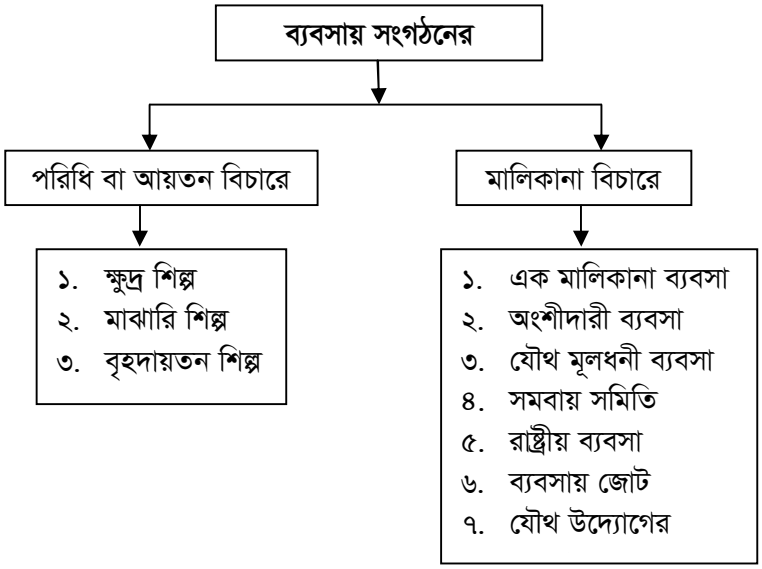

১। আয়তন বিচারে

i) **ক্ষুদ্র ব্যবসা (Small Scale Industry):** যে ব্যবসায়ের মূলধনের পরিমাণ কম, শ্রমিক সংখ্যা কম এবং স্বল্পমূলধন ও ছোট ছোট যন্ত্রপাতির সাহায্যে সীমিত আকারে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয় তাকে ক্ষুদ্র ব্যবসা বলে। যেমন- বাংলাদশের তাঁত শিল্প, বেত শিল্প, লবণ শিল্প ইত্যাদি। শিল্পকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা- উৎপাদন খাত ও সেবা খাত। উৎপাদন খাতে জমি ও কারখানা ভবন বাদে ন্যূনতম ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলে এবং ২৫ থেকে ৯৯ জন শ্রমিক কাজ করলে তাকে ক্ষুদ্র উৎপাদন শিল্প বলা হবে। অন্যদিকে সেবা খাতে ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং ১০ থেকে ২৫ জন শ্রমিক যে কারখানায় কাজ করে তাকে বলা হবে ক্ষুদ্র সেবা শিল্প।

ii) **মাঝারি শিল্প এবং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প (Medium and Small & Medium Enterprise):**২০১০ সালের শিল্প নীতি অনুসারে উৎপাদন খাতে জমি ও কারখানা ব্যতিরেকে ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলে এবং ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করলে তাকে মাঝারি শিল্প বলা হবে। অন্যদিকে সেবা খাতে, জমি ও কারখানা ব্যতিরেকে ১ থেকে ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ৫০ থেকে ১০০ জন শ্রমিক কর্মরত থাকলে তা হবে মাঝারি শিল্প।

iii) **বৃহদায়তন শিল্প(Large Scale Industry):** ২০১০ সালের শিল্পনীতি অনুযায়ী উৎপাদনশীল খাতে, জমি ও কারখানা ব্যতিরেকে ৩০ কোটি টাকার উপর বিনিয়োগ হলে এবং ২০০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করলে অন্যদিকে সেবাখাতে ১৫ কোটি টাকার উপর বিনিয়োগ এবং ১০০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করলে তাকে বৃহৎ শিল্প বলা হবে। বাংলাদেশে বস্ত্র, পাট, কাগজ ইত্যাদি শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে।

২) মালিকানার ভিত্তিতে

(১) একমালিকানা কারবার (Sole Proprietorship Business): যে কারবারে মালিক একাই মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাকে একমালিকানা কারবার বলে। যে কোন ব্যক্তি খুব সহজেই এটি পরিচালনা করতে পারে। তাই এ কারবার গঠন করা অত্যন্ত সহজ।

একমালিকানা কারবারের সুবিধা (Advantages of Sole Proprietorship Business)

i) **সহজ গঠন প্রনালী:** একমালিকানা ব্যবসায় গঠনে তেমন কোন আইনগত জটিলতা নেই। সামান্য পুঁজি নিয়ে যে কেউ এ ধরণের ব্যবসায় শুরু করতে পারেন। তাই এ কারবার গঠন করা অত্যন্ত সহজ।

ii) **সহজ পরিচালনা:** এরূপ ব্যবসায় আকারে ছোট ও সীমিত ঝুঁকির কারণে এর পরিচালনাও বেশ সহজ। যে কোন মানুষ খুব সহজেই এটি পরিচালনা করতে পারেন।

iii) **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** এরূপ কারবারে মালিক ও পরিচালক একই ব্যক্তি তাই যে কোন ব্যাপারে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

iv) **মালিকের স্বাধীনতা:** এরূপ ব্যবসায় কোন অংশীদার না থাকায় মালিকের কারো কাছে জাবাবদিহিতার প্রয়োজন হয় না। তিনি স্বাধীনভাবে আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

v) **অপচয় রোধ:** ব্যবসায় লোকসান হলে মালিককে একাই তা বহন করতে হয়। তাই তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় সর্বোচ্চ সতকর্তা অবলম্বন করেন। এ কারণে অপচয় রোধ সম্ভব হয়।

vi) **গোপনীয়তা:** একমালিকানা কারবারে মালিক নিজেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে বলে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয়। এতে গোপন তথ্য জানার সম্ভাবনা থাকে না।

vii) **মালিক শ্রমিক সম্পর্ক:** এ কারবারে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করেন বলে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

viii) **হিসাব রক্ষণের সুবিধা:** একমালিকানা কারবারে হিসাবরক্ষণে যেহেতু আইনগত কোন বাধা নেই তাই মালিক সুবিধামত যে কোন পদ্ধতিতে হিসাব রাখতে পারে।

ix) **বিলোপ সাধন:** এর বিলোপ সাধন পদ্ধতি খুব সহজ। মালিক তার ইচ্ছানুযায়ী এ ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন করতে পারে। এতে কোন সরকারের পূর্বানুমতি বা আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না।

x) **উৎসাহ ও উদ্দীপনা:** একমালিকানা ব্যবসায় মালিক কারবারের সকল মুনাফা ভোগ করেন। এর ফলে ব্যবসায়ের সাফল্যের জন্য যে উদ্দীপনা, উৎসাহ ও আন্তরিকতা প্রয়োজন তা বিদ্যমান থাকে। যা ব্যবসায়ের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে।

একমালিকানা কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Sole Proprietorship Business)

i) **মুলধনের স্বল্পতা:** একমালিকানা কারবারের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল পযাপ্ত পুঁজির অভাব। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন হয়। একমালিকানা কারবারের মালিকের পক্ষে এই বিপুল পরিমান মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না।

ii) **সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা:** ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য শুধুমাত্র মূলধনের যোগানই নয়, পণ্যের গুনাগুন, মোড়কীকরণ, প্রচার ও প্রসার কাজে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। একমাত্র মালিক সবদিকে দক্ষভাবে ব্যবসায়ের আশানুরূপ উন্নতি করতে পারে না।

iii) **উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্য:** এক মালিকানা কারবারের আয়তন ক্ষুদ্রাকার বিধায় উৎপাদনে গড় ব্যয় বেশি হয়। এ ধরনের সংগঠন বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। ফলে অনেক সময় অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে।

iv) **ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন:** একমালিকানা কারবারের আয়তন ছোট বিধায় বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারে না।

v) **স্থায়ীত্বের অভাব:** এ কারবারের স্থায়ীত্ব সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত। মালিকের মৃত্যু, বিদেশ গমন, অসুস্থতা, অনাগ্রহ যে কোন কারণে এ ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

vii) **অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান:** একক মালিক যতই দক্ষ হোক না কেন, উৎপাদনের সকল পর্যায়ে নজর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এই অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের জন্য ব্যবসায় জটিলতা দেখা দিতে পারে।

একমালিকানা কারবারের সুবিধা অসুবিধা পর্যালোচনা করে বলা যায়, সামগ্রিক বিচারে এর সুবিধাই বেশি। এ কারণে অধিকাংশ ব্যবসায়-ই শুরুতে এরূপ সংগঠনের আওতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(২) **অংশীদারী কারবার (Partnership Business):** যে কারবারে কয়েকজন একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাকে অংশীদারী কারবার বলে। ন্যূনতম ২জন এবং সবোর্চ্চ ২০ জন ব্যক্তি এ কারবারের সদস্য হতে পারে। তবে ব্যাংকিং অংশীদারী কারবারে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকেন। একাধিক ব্যক্তির মালিকানা ও সমঝোতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় অংশীদারী কারবার।

অংশীদারী কারবারের সুবিধা (Advantages of Partnership Business)

১) **সহজ গঠন:** কমপক্ষে ২জন ব্যক্তি মৌখিক বা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে এ ব্যবসায় শুরু করতে পারে। এক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা তেমন নেই।

২) **অধিক মূলধন:** একাধিক মালিক থাকার কারণে এ ব্যবসায় মূলধনের যোগান বেশি হয়। তাই এ কারবারে পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ সম্ভব হয়।

৩) **যৌক্তিক সিদ্ধান্ত:** অংশীদারগণের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এ কারবারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে তা অধিক নির্ভরযোগ্য হয়।

৪) **ঝুঁকি বন্টন:** অংশীদারী কারবারে লোকসান হলে, তা চুক্তি অনুযায়ী বা সমানভাবে সকল মালিক এর দায় বহন করেন। ফলে এককভাবে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৫) **মালিক শ্রমিক সম্পর্ক:** অংশীদারী কারবার মাঝারি আয়তনের বিধায় এখানে মালিক শ্রমিকের মাঝে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। মালিকের সরাসরি তত্ত্বাবধান থাকে বিধায় শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে মালিক পক্ষ সচেতন থাকেন।

৬) **শ্রমবিভাগ:** এ ধরনের কারবারে বিভিন্ন প্রকার প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির সমাবেশ ঘটতে পারে। ফলে তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া যায়।

৭) **করের সুবিধা:** একমালিকানা কারবার অপেক্ষা অংশীদারী কারবারে করের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়।

৮) **জনসংযোগ:** অংশীদারী কারবারে একাধিক মালিক থাকায় প্রত্যেকের মুনাফা, পরিচিতি ও সামাজিক মর্যাদার কারনে ও ব্যবসায় বড় রকমের জনসংযোগ তৈরি হয়।

৯) **স্থিতিস্থাপকতা:** অংশীদারী কারবারের প্রয়োজনে অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। ব্যবসায় সম্প্রসারণের সময় এ সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

অংশীদারী কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Partnership Business)

১) **অসীম দায়:** অংশীদারী কারবারের অংশীদারদের দায় অসীম অর্থাৎ ব্যবসায়ে বিনিয়োগের তুলনায় বেশি দায় দেনা তৈরী হতে পারে।

২) **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বঃ** অংশীদারী কারবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল মালিকের মতামত নিতে হয়। ফলে সকল মালিককে সময়মত পাওয়া না গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়।

৩) **মত বিরোধঃ** এ কারবারের অংশীদারদের ব্যবসায় সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দিলে ব্যবসায়ের ক্ষতি সাধন হয়। এর ফলে অনেক সময় কারবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৪) **স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তাঃ** অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত প্রকৃতির। অংশীদারদের মৃত্যু, মস্তিষ্ক বিকৃতি, দেউলিয়া, পারস্পারিক বিরোধ বা অন্য যে কোন কারণে এর বিলোপ ঘটতে পারে।

৫) **সদস্য সংখ্যাঃ** এ কারবারের সদস্য সংখ্যার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। এর বেশি সদস্য নিয়ে কারবার সম্প্রসারণ করা যায় না।

৬) **পারস্পারিক বিশ্বাসের অভাবঃ** অনেক সময় অংশীদারগনের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার অভাব দেখা যায়।

৭) **অপ্রচুর মূলধনঃ** এ কারবারের একমালিকানা কারবারের চেয়ে বেশি মূলধন জোগার করা সম্ভব হয় কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধনের তুলনায় তা অপর্যাপ্ত।

অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও উপরের অসুবিধাগুলো এ কারবারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই বর্তমান অংশীদারী কারবারের স্থান যৌথ মূলধনী কারবার দখল করেছে।

(৩) **যৌথ মূলধনী কারবার (Joint Stock Company):** যৌথ মূলধনী কারবার বলতে বহু সংখ্যক ব্যক্তির যৌথ মালিকানায় গঠিত কারবার প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে তারা কোন কারবার করে তার লাভ লোকসান ভাগ করার জন্য যৌথভাবে সাধারণ তহবিলে অর্থ প্রদান করে।

যৌথ মূলধনী কারবারের প্রকারভেদঃ

i) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি: যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। কোম্পানি আইন অনুযায়ী, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয় বা মালিকানা হস্তান্তরের আহবান জানাতে পারে না।

ii) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি: যে কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ,যার শেয়ার ও ঋণপত্র জনগনের নিকট বিক্রয়ের জন্য আবেদন করা যায় এবং শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। কোম্পানি বলতে মূলত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকেই বোঝায়।

মূলধন সংগ্রহ

যৌথ মূলধনী কোম্পানি সাধারণত ৩টি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে যথা-

i) শেয়ার বিক্রি করে
ii) ঋণপত্র বিক্রি করে ও
iii) ঋণ গ্রহণ করে

যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা (Advantages of Joint Stock Company)

i. মূলধন সংগ্রহ: যৌথ মূলধনী কারবার খুব সহজে শেয়ার, ঋনপত্র বিক্রি এবং ঋণ গ্রহণ করে প্রাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।
ii. বৃহদায়তন উৎপাদন: এ কারবারে হাজিরার পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকায় বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়। ফলে এ কারবার বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধা গুলো ভোগ করতে পারে।
iii. স্থায়ী সংগঠন: এটি এই কারবারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন শেয়ার হোল্ডার মৃত্যুবরণ করলে বা দেশ ত্যাগ করলেও এই কারবার বন্ধ হবে না। নতুন শেয়ার হোল্ডার এর দায়িত্ব নেবে।
iv. সীমাবদ্ধ দায়িত্ব: এই কারবারে প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার তার শেয়ারের সমান দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে বেশি বিনিয়োগ করে কম দায় নেবার সুযোগ নেই।

v. বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক: শেয়ার ক্রয় লাভজনক হয়ে উঠলে স্বল্প আয়ের মানুষও শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এতে মানুষের সঞ্চয়ের প্রবণতা এবং বিনিয়োগ দুটোই বাড়ে।

vi. ঝুঁকি বন্টন: এ কারবারে অংশীদার সংখ্যা অনেক হওয়ার ঝুঁকি সুন্দরভাবে বন্টিত হয়। ফলে অংশীদারদের ঝুঁকির পরিমাণ কম হয়।

vii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: এ কারবার প্রতিষ্ঠান উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

viii. উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রয়োগ: যৌথ মূলধনী কারবার পুঁজির কোন সমস্যা নেই। তাই এই কারবারে উন্নত, গুনগত মান বৃদ্ধি এবং নতুনত্ব অনুসন্ধানে নতুন নতুন গবেষণা চালানো সম্ভব হয়।

ix. দক্ষ পরিচালনা: যৌথ মূলধনী কারবারে অভিজাত ও দক্ষ পরিচালকদের সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষতা ঘটানোর সুযোগ আছে। প্রয়োজনবোধে পুরাতন পরিচালক পরিবর্তন করে নতুন পরিচালক নিয়োগ করা যায়।

x. সম্প্রসারিত ব্যবহার: যৌথ মূলধনী কারবারে উৎপাদন ব্যয় কম হয়। ফলে দ্রব্য মূল্যও কম হয় এবং দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়।

যৌথ মূলধনী কারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Joint Stock Company)

i. শেয়ার হোল্ডার এবং পরিচালকদের সমন্বয়ের অভাব: যৌথ মূলধনী কারবারে শেয়ার হোল্ডার অগণিত এবং তাদের অংশগুলো হস্তান্তরযোগ্য। এ কারণে পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাধারণ শেয়ার মালিকদের সংযোগ ঘটে না।

ii. ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ: কিছু সংখ্যক শেয়ার হোল্ডার বেনামে মোট শেয়ারের বৃহত্তর অংশ কিনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রিয়জন হয়ে ওঠে এবং নিজের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে। তখন গনতান্ত্রিক পরিচালনার পথ ও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

iii. দুনীর্তি ও স্বজনপ্রীতি: এ কারখানার পরিচালকরা তাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। এর ফলে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব তৈরী হয এবং দুনীর্তির বিস্তার ঘটে।

iv. শেয়ারের ফটকা ব্যবসা: এ কারবারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। যেহেতু এ কারবারে শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য তাই কোন প্রতিষ্ঠানের লাভের অংশ বাদে চতুর পরিচালকরা শেয়ারের ফটকা ব্যবসায় লিপ্ত হয়। যখন লোকসানের সম্ভাবনা দেখা যায়, তখন জনগণকে লোভ দেখিয়ে তাদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে।

v. ক্ষতির সম্ভাবনা: এ ধরনের কারবারে বেশির ভাগ সময়ই বিনিয়োগকারীগন প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসাধু ও অযোগ্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারবারে অর্থ বিনিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হন।

vi. মতের অমিল: এ কারবারে অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালক মন্ডলীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। তখন ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভবনা থাকে।

vii. সংগঠন জটিলতা: এ ধরনের কারবারের গঠণপ্রণালী অত্যন্ত জটিল। অনেক আইনগত ঝামেলা থাকায় সাধারন লোক শেয়ার হোল্ডার হতে আগ্রহী নয়।

সবশেষে বলা যায, কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যৌথ মূলধনী কারবারে সুবিধা অনেক বেশী। একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে এ ধরনের কারবারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

(৪) সমবায়সমিতি: নূন্যতম ২০ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে এ ধরনের সংগঠন গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক কল্যাণ ও পারস্পরিক সমঝোতা এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

(৫) ব্যবসায়িক জোট: কিছু সংখ্যক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানের অধীনে জোটবদ্ধ হলে তাকে ব্যবসায়িক জোট বলে। যেমন- ট্রাস্ট, কার্টেল, ইত্যাদি।

(৬) রাষ্ট্রীয় ব্যবসা: জাতীয় সংসদে বিল পাশের মাধ্যমে সরকারের অধীনে যে ব্যবসা পরিচালিত হয় তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা বলে। এর প্রধান উদ্দেশ্য জনকল্যাণ।

(৭) যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা: দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে কোন ব্যবসা গঠন ও পরিচালিত হলে তাকে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা সংগঠন বলা হয়।

সংগঠন হিসেবে এন.জি.ও (NGO) এর ভূমিকা: আক্ষরিক অর্থে এন জি ও হচ্ছে Non Government Organization এনজিও বলতে সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় এমন সব প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। বর্তমানে এনজিও কে একটি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী ও অলাভজনক সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এনজিও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে জড়িত।

এনজিওর মূল লক্ষ্য:

ক) সার্বজনীন সচেতনতা সৃষ্টি
খ) মানবাধিকার সংরক্ষণ
গ) ভূমিহীনদের সংগঠিতকরণ
ঘ) লাগসই প্রযুক্তির বিস্তার
ঙ) কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ
চ) যে কোন ধরনের সেবা সম্প্রসারণ
ছ) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি,আয়বর্ধক কর্মকান্ডের বিস্তার
জ) অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণদান ইত্যাদি।

বাংলাদেশের এনজিও (NGOs of Bangladesh)

বাংলাদেশের প্রায় দশ হাজারের বেশি এনজিও রয়েছে। এর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, জাগরনী চক্র, উত্তরন সংস্থা প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য। এদেশের কর্মরত এনজিওগুলোর প্রধান কাজ হলো গ্রামের বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরন করা এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ঋণ দান কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। মাইক্রোরেগুলেটারি অথরিটি কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ৭১ টি প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে এম আর এর উদ্যোগে মোট ৮১ টি প্রতিষ্ঠানকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। (বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা -২০১৩)

নিম্নে কয়েকটি এনজিওর কার্যক্রম তুলে ধরা হলো

১) গ্রামীন ব্যাংক: ১৯৮৩ সালে বিশ্ব শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ মুহাম্মদ ইুউনুস এর উদ্যোগে গ্রামীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ভূমিহীন এবং দরিদ্র গ্রামীন মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋন বিতরনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। ২০১১ সালের ৯৭,৪৫, ১০,৮১৪ টাকার ঋন প্রদান করে।
২) প্রশিকা: প্রশিকা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালে পশুসম্পদ উন্নয়ন, রেশম চাষ, সেচ কর্মকান্ড, নলকূপ স্থাপন ইত্যাদি সেক্টরে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে।
৩) আশা: আশা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। আশার কর্মসূচীর উল্লেখ্যযোগ্য দিক হচ্ছে - ক) ভূমিহীন জনগনদের আরো বেশি সচেতন করা ও ক্ষমতায়ন করা খ) নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। আশা ২০১১ সালে ৮৬৭০,২০,০০,০০০ টাকা ঋন প্রদান করেছে।
৪) ব্র্যাক: ড. ফজলে হাসান আবেদ ১৯৭২ সালে ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। ২০১১ সালে ব্রাক ৪৮৩,৯৯,০৪,৬১৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
একমালিকানা ও অংশীদারি কারবারের পার্থক্য আলোচনা করুন। আপনার মতে কোন কারবার ভালো এবং কেন?	

সারসংক্ষেপ

- যে কারবারের মাত্র একজন মালিক থাকে এবং যিনি একাই ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণ করেন তাকে 'একমালিকানা কারবার ' বলে।
- দুই বা ততোধিক ব্যকিত স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে যখন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে তখন তাকে অংশীদারী কারবার বলে।
- সাধারণ অংশীদারী কারবারে সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন অংশীদারী থাকতে পারে।
- যৌথমূলধনী কারবারে কিছু লোক একত্রিত হয়ে যৌথভাবে কোন কারবার শুরু করে তখন তাকে যৌথমূলধনী কারবার বলে। যৌথমূলধনী কারবার দু প্রকারের হতে পারে, যথা– (১) প্রাইভেট লিমিটেড, (২) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। নূন্যতম ২০ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে এ ধরনের সংগঠন গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক কল্যাণ ও পারস্পরিক সমঝোতা এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য।
- এনজিও বলতে সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় এমন সব প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। বর্তমানে এনজিও কে একটি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী ও অলাভজনক সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য কত?

(ক) ৭ জন (খ) ২০ জন (গ) ২০ জন (ঘ) ৪ জন

২। ব্যাংকিং অংশীদারী ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কত?

(ক)৭ জন (খ) ১০ জন (গ) ২০ জন (ঘ) ১৫ জন

৩। সাধারন অংশীদারী ব্যবসায় সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) ১৭ জন (খ) ১০ জন (গ) ২০ জন (ঘ) ৫০ জন

৪। সেবামূলক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে পূজির সর্বোচ্চ পরিমাণ কত?

(ক) ১কোটি (খ) ২ কোটি (গ) ৫০ লক্ষ (ঘ) ১০ লক্ষ

৫। উৎপাদন খাতে মাঝারি শিল্পের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) ২৫০ জন (খ) ৩৫০ জন (গ) ৪০০ জন (ঘ) ১৫০ জন

৬। গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠত হয়?

(ক) ১৯৮৩ (খ) ১৯৮৭ (গ) ১৯৭৪ (ঘ) ১৯৯৬

৭ । সমবায় সংগঠনের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) ২০জন (খ) ১০ জন (গ) ৩০ জন (ঘ)১৩ জন

৮। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য কোনটি?

(ক) মুনাফা অর্জন (খ) জনকল্যাণ (গ) ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি (ঘ) একেচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার

৯। অংশীদারী কারবারের বৈশিষ্ট্য-

i. চুক্তি অংশীদারী কারবারের ভিত্তি

ii. ২ থেকে ২০ জন সদস্য নিয়ে অংশীদারী কারবার গঠিত হয়

iii. ব্যাংকিং অংশীদারী কারবারে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ১০ জন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০। কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্য-

i. কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা রয়েছে

ii. একক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রন
iii. আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ইমরান ও তার তিন বন্ধু মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করে। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়, প্রতিষ্ঠানের দায় দায়িত্ব সরবরাহকৃত মূলধন ও প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান তারা সমানভাবে ভাগ করে নিবে।

১১। ইমরান ও তার বন্ধুরা কোন ধরনের কারবার গড়ে তোলে ?
(ক) একক মালিকানা (খ) অংশীদারী (গ) সমবায় (ঘ) যৌথমূলধনী

১২। ইমরান ও তার বন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কারবারের সুবিধা হলো-
i. অসীম দায়িত্ব
ii. সহজ গঠন পদ্ধতি
iii. শ্রমবিভাগ বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ইরান ও তার বন্ধুবান্ধব ৩০ জন মিলে একটি আইন দ্বারা গঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠানটি বড় করতে গিয়ে তারা দেখেন যে তাদের মূলধনের যোগান দেয়ার মত সামর্থ্য নেই।

১৩। এ প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ?
(ক) একক মালিকানা (খ) যৌথ মূলধনী (গ) অংশীদারী কারবার (ঘ) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি

১৪। ইরান ও তার বন্ধুদের দ্বারা তৈরি প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা হচ্ছে-
i. ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ
ii. শেয়ারের ফটকা ব্যবসা
iii. বৃহদায়তন উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ইমরানসহ তার শপিংমলের ১৫০ জন দোকান মালিক একমত হয়ে একত্রে সঞ্চয় ও আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান করলেন। এ জন্য তারা দৈনিক চাঁদা সংগ্রহ করে একটি তহবিল গঠন করলেন এবং তাদের একটি নতুন দোকান শুরু করলেন।

(ক) যৌথ মূলধনী কারবার বলতে কি বোঝায়?
(খ) ইমরানদের প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের ?
(গ) এই প্রতিষ্ঠানের বৈধতা জন্য কি করা যেতে পারে ব্যাখ্যা করুন?
(ঘ) এই প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করুন?

২। যমুনা ফিউচার পার্কে ইমরান সাহেব তার তিন বন্ধুকে নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত গ্রহনে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় ইমরান সাহেব বিব্রত বোধ করলেন এবং পরবর্তীতে নিজেই ব্যবসা থেকে সরে গিয়ে নতুন একটি ব্যবসা শুরু করলেন।

(ক) এক মালিকানা ব্যবসা কি?

(খ) অংশীদারী ব্যবসা কি? এর অসুবিধা কি কি?

(গ) উদ্দ্যোক্তা ইমরান সাহেব পরবর্তীতে যে ব্যবসায় নিযোজিত হলেন তার সুবিধা গুলো লিখুন?

(ঘ) উদ্দীপকের ব্যবসা সংগঠন গুলোর পার্থক্য লিখুন?

৩। মি. হোসেন একজন দক্ষ উদ্যোক্তা। তিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় খুব দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেন। এছাড়া ও তাকে নানা ধরনের কাজ করতে হয়।

(ক) উদ্যোক্তা বলতে কি বোঝায়?

(খ) সংগঠন বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা করুন?

(গ) মি. হোসেন একজন সফল উদ্যোক্তা ব্যাখ্যা করুন ?

(ঘ) অধ্যাপক মার্শাল কেন উদ্যোক্তাকে শিল্পের চালক বলেছেন? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১৫.১: ১। খ ২। ঘ ৩। ক

পাঠ ১৫.২: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। ক ৭। ক ৮। খ ৯। ঘ ১০। খ
১১। খ ১২। গ ১৩। খ ১৪। ক